আমাদের গণমাধ্যম
এনিগমা মাল্টিমিডিয়ার নিজস্ব প্রচারের জন্য
জুলাই, ২০২৩
সংখ্যা ৫

শুরু হলো আজ গানের দিন - সিজন ২

নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডের শ্রোতাপ্রিয় অনুষ্ঠান 'আজ গানের দিন' এর দ্বিতীয় সিজন। নতুন রূপে কিছু ভিন্ন সংযোজন নিয়ে গত ২৩ জুলাই শুরু হয় অনুষ্ঠানটি।

'আজ গানের দিন' অনুষ্ঠান নির্মাণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তরুণ ও উদীয়মান শিল্পীদের মাধ্যমে বাঙালির অপরিমেয় সম্পদ বাংলা গানকে বাংলা ভাষাভাষীসহ বিশ্বব্যাপী তুলে ধরে এর প্রচার ও প্রসার ঘটানো। এই স্বপ্ন নিয়ে বাংলা গানের ভুবনে একটি নতুন দিগন্তের প্রত্যাশায় শুরু হয় 'আজ গানের দিন'।

ব্যতিক্রমধর্মী ও সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের সঙ্গীতানুষ্ঠান 'আজ গানের দিন'-এর স্বপ্নযাত্রা শুরু হয় ২০২২ সালের ১৭ জুলাই। গত ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রথম সিজনের ২৮টি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে অত্যন্ত সাবলীলভাবে। প্রতিটি পর্বে সাত থেকে আটটি করে গান পরিবেশন করেন একজন শিল্পী। দেশের গান, লোকসঙ্গীত, আধুনিক গান, ব্যান্ড সংগীত, সিনেমার গানসহ শ্রোতাপ্রিয় বিভিন্ন ধরনের গান পরিবেশন করেন শিল্পীরা। তাদের সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গত করেন দক্ষ যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীরা। আর এই স্বপ্নযাত্রায় সহযাত্রী হিসেবে অবিরাম অভিজ্ঞ কলাকুশলী, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)। 'আজ গানের দিন' সিজন-২ এর প্রথম পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা সিনেমার গানের জীবন্ত কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী মো. খুরশীদ আলম। তিনি তাঁর জাদুকরী কণ্ঠে শ্রোতাপ্রিয় গানসমূহ পরিবেশন করে তিনি অনুষ্ঠানের পুরো সময় মাতিয়ে রাখেন শ্রোতাদের।

"আজ গানের দিন - সিজন ২" এর পর্বগুলো দেখতে ক্লিক করুন: https://youtube.com/playlist?list=PLsbjIhGT4gsJVXT-P_K2gJlFas7h8NWHy

গণমাধ্যমের সঙ্গে এনিগমার মতবিনিময়

রাজধানী গুলশানের পুলিশ প্লাজায় গত ২৪ জুলাই (সোমবার), বেলা ২টায় এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লি. কার্যালয়ে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন গণমাধ্যমের বিনোদন সাংবাদিকদের সঙ্গে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডের সম্মানিত চেয়ারম্যান শেখ রায়হান আহমেদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ জাহিন আহমেদ এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফাহমিদুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শেখ রায়হান আহমেদ বলেন, "মিডিয়ার অপরিহার্যতা আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছে দেশ ও দেশের তরুণ প্রজন্মের জন্য কিছু করার। এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড একটি স্বপ্ন। এই স্বপ্নবীজ রোপিত হয়েছিল ২০২২ সালের ২ এপ্রিল। সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে এখন চারাগাছে পরিণত হয়েছে।"

"আমরা জানি, বর্তমান বিশ্বে ডিজিটাল প্রযুক্তির সহযোগিতা ছাড়া উন্নত জীবনযাপন প্রায় অসম্ভব। বিশ্বজুড়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির এই উৎকর্ষের সময়ে এনিগমা মাল্টিমিডিয়া সে সকল ক্ষেত্রে অবদান রাখবে এবং নিজেদের একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে, সেই অভিপ্রায় নিয়ে যাত্রা শুরু করে। আমার প্রত্যাশা, এ সেক্টরে এনিগমা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি অর্জন করবে।"

শেখ জাহিন আহমেদ বলেন, "এক বছরে এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডের অনেকগুলো চ্যালেঞ্জই ছিল। এর মধ্যে প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল মানবসম্পদ উন্নয়ন। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ভবিষ্যতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাব। আমাদের যাত্রায় আপনাদের সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রত্যাশা করছি।"

এর আগে মতবিনিময় সভার শুরুতে ফাহমিদুল ইসলাম বলেন, "ডিজিটাল প্রযুক্তির এই উৎকর্ষের যুগে আমরা চেষ্টা করছি একটি প্রফেশনাল মাল্টিমিডিয়া কোম্পানি তৈরি করতে। যে মাল্টিমিডিয়া ৩৬০ ডিগ্রি সাপোর্ট দিতে পারবে। আমরা তরুণ প্রজন্মের উদীয়মান শিল্পীদের নিয়ে 'আজ গানের দিন' নামে একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছি। যেটি অলনাইন প্ল্যাটফর্মের একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। 'একাত্তরের এই দিনে', 'আমাদের বইমেলা', 'অগ্নিঝরা মার্চ', 'শুভযাত্রা', 'বাবা দিবস', 'মা দিবস', 'শিশু দিবস', 'বন্ধু দিবস'সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান সম্প্রচার ও স্ট্যাটিক কন্টেন্ট প্রচার করেছি। আশা করি, আমাদের এই ছোট ছোট সাফল্যগুলোই এক সময় বড় সাফল্যতে পরিণত হবে।"

আমাদের গণমাধ্যম
এনিগমা মাল্টিমিডিয়ার নিজস্ব প্রচারের জন্য
জুলাই, ২০২৩
সংখ্যা ৫

শুরু হয়েছে 'কিংবদন্তির কথা'

শিক্ষা, সাহিত্য, খেলাধুলা, বিনোদন, গবেষণা, শিল্প, সঙ্গীত ও চলচ্চিত্রসহ আরও বিভিন্ন বিভাগে যে সকল ব্যক্তির বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ আজ নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে স্বমহিমায় উজ্জ্বল, সেই সকল কিংবদন্তি স্মরণে, তাদের অবদানকে শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাদের কৃতিত্ব ও অবদানকে বর্তমান প্রজন্মের মাঝে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে এনিগমা টিভি-র বিশেষ উদ্যোগ 'কিংবদন্তির কথা'।

এনিগমা টিভি একটি উন্মুক্ত গণমাধ্যম, যেখানে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়, তথ্য ও বিনোদন বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়মিত সম্প্রচার করা হয়ে থাকে। কিংবদন্তিদের স্মরণ করা এবং তাদের কর্ম ও অবদানগুলো সমাজে উপস্থাপন করা একটি সামাজিক দায়িত্ব, সেই দায়বদ্ধতা থেকে এবং তাদের সম্মান জানাতে এনিগমা টিভির এই অনবদ্য প্রয়াস- 'কিংবদন্তির কথা'।

বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে কিংবদন্তিদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিসীম। 'কিংবদন্তির কথা' অনুষ্ঠানে তাদের পরিচয়, জীবন ও কর্মগুলোকে তুলে ধরা হয় এবং এনিগমা টিভি-র ইউটিউব, ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে সম্প্রচারের মাধ্যমে তা বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা করা হয়।

কিংবদন্তি যাঁরা আর আমাদের মাঝে নেই, তাদের খুব কাছের মানুষ, পরিবারের সদস্য, বন্ধু বা যাদের সাথে নিয়মিত কাজ করতেন তাদের সাথে কথা, গল্প, গান এবং স্মৃতিচারণ এর মাধ্যমে সাজানো হয়েছে 'কিংবদন্তির কথা' অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানটি প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত সম্প্রচারিত হচ্ছে, যা নির্মিত হচ্ছে এনিগমা টিভি-র স্টুডিওতে। পুরোনো দিনের জনপ্রিয় ব্যক্তি, কিংবদন্তিদের ছবি স্থান পেয়েছে 'কিংবদন্তির কথা' অনুষ্ঠানের সেট-এ। অতিথি এবং উপস্থাপকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এবং স্মৃতিচারণে মুখরিত হয়ে ওঠে এই অনুষ্ঠানটি।

'কিংবদন্তির কথা' অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব দেখতে ক্লিক করুন:
https://www.youtube.com/live/wqXjTK-P-r8?feature=share

জামদানি বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী শাড়ি। এটি সুতি বা রেশমের সুতো দিয়ে বুনে তৈরি হয়। অসাধারণ সুন্দর নকশার এই শাড়িগুলো সাধারণত বিয়ে, উৎসব এবং অন্যান্য বিশেষ অনুষ্ঠানে পরা হয়। শিল্পকলা একডেমিতে অনুষ্ঠিত 'জামদানি উৎসব' প্রদর্শনীটি দেখতে ক্লিক করুন: https://youtu.be/BO7oD71FyWs

শ্রাবণ রাতের প্রেমিক : নজরুল

শিহাব শাহরিয়ার

(পূর্ব প্রকাশের পর)

'নারী' কবিতা লিখে তাঁর প্রমাণ রেখে গেছেন। বলেছেন, 'এই বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর...'। কবিতার ব্যাখায় না গিয়েও বলা যায়, এখানেই নজরুলের সার্থকতা, কারণ এখানেই যেন মানবতার চিরন্তন সুর তিনি উচ্চারণ করেছেন। পাশাপাশি তিনি যা বিশ্বাস করতেন সেখানেই নিজেকে বিলিয়ে দিতেন। তিনি মানুষের মঙ্গলার্থে, জীবনাচরণ ও সমাজের কল্যাণে এবং দেশের ভালোবাসায় নিবেদিত ছিলেন। ক্ষুরধার কলমে তিনি লিখেছেন জীবনের জয়গান।

'জয়' শব্দটি নজরুলেরই ব্যবহৃত ও উচ্চারিত শব্দ। এই জয় থেকে 'জয়বাংলা' শব্দ বাঙালিরা তাঁদের বিজয়ের রণধ্বনি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে ১৯৭১ সালে 'জয়বাংলা' শব্দটি ছিল বাঙালির প্রধান চেতনার শব্দ। এই একাত্তরেই বাঙালিকে সাহস, শক্তি, উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন নজরুল। তাঁর গান, কবিতা ও জাগরণী সাহিত্য মুক্তিযোদ্ধা তথা আপামর যুদ্ধরত মুক্তিকামী সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে যুদ্ধজয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। মোটকথা নজরুল বাঙালির চেতনায় আলো ফেলতে পেরেছিলেন।

নজরুলের পুরো জীবনটাই ছিল সংগ্রামের। পড়াশোনায় এগোতে না পারলেও নানা কাজে বেঁচে থাকার লড়াই করেছেন। সৈনিক কিংবা সাংবাদিকতা কোথাও স্থির থাকেননি। ছিলেন কিছুটা বোহেমিয়ান। বোহেমিয়ান তো বটেই! তা না হলে নজরুলকে আমরা নানামাত্রিক রূপে পেতাম না। সাহিত্যের কাজে কিংবা পালিয়ে বেড়াবার তাগিদে নয়, তিনি বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন মনের তৃষ্ণায়। তাঁর অনেক লেখায় এর প্রতিফলন ঘটেছে। পদ্মা-যমুনা বিধৌত পলি-মাটির শ্যামল বাংলাদেশেই শেষ পর্যন্ত তাঁর চিরনিবাস হয়েছে। আগেই উচ্চারণ করে গেছেন, 'মসজিদের পাশে আমার কবর দিও ভাই...'। তাঁর এ ইচ্ছাকে আমরা মর্যাদা দিয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবির সুমর্যাদায় চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন তিনি।

নজরুলকে নিয়ে আমাদের সবচে' ট্র্যাজিডি হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে এবং রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর পরই এমনকি প্রায় দুই শ' বছরের শাসন উঠিয়ে নিয়ে যখন ব্রিটিশরা ফিরে যাবার উপক্রম ঠিক তখনই তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে যান। অপ্রত্যাশিতভাবে থেমে যায় তাঁর কলম, তাঁর সৃজনশীল ক্ষমতা। সময় স্বল্প হলেও মেধা ও প্রতিভার গুণে তিনি এরমধ্যেই সৃষ্টি করে গেছেন অসাধারণ কিছু সাহিত্য নিদর্শন। ব্যক্তিগত অভিমত থেকে বলছি, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখা যদি প্রতারণাও করে, তাঁর গান তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে বহু বহু বছর। একটি গানে তিনি বলেছেন, 'মনে রাখার দিন গিয়েছে, এখন ভোলার বেলা...'। প্রেমিক-মনের এই যে বিরহী সুর, তা বলা যায় নজরুল মনের চিরন্তন সুর। তাঁর বিখ্যাত একটি কবিতা 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি'।

(ক্রমশ)

লেখক: কথাসাহিত্যিক